প্রথম আলো

ভূমিকম্পের কারণে সৃষ্ট আতঙ্ক ও নিরাপত্তাজনিত ঝুঁকি বিবেচনায় বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। হল ছাড়ার নির্দেশ দেওয়ার পর শিক্ষার্থীদের হল ছাড়তে দেখা যায়। গতকাল বিশ্ববিদ্যালয়ের রোকেয়া হলের সামনে। ছবি : প্রথম আলো

শিক্ষার্থীদের হল ত্যাগ, সংস্কার শুরু

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ভূমিকম্প-পরবর্তী পরিস্থিতিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ১৫ দিন বন্ধ ঘোষণা। নির্দেশনা মেনে গতকাল অধিকাংশ শিক্ষার্থীই হল ছেড়েছেন।

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা* ও **প্রতিবেদক**, *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়*

কয়েক দফা ভূমিকম্পের কারণে সৃষ্ট আতঙ্ক ও নিরাপত্তাজনিত ঝুঁকি বিবেচনায় নিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ১৫ দিন বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। এই সময়ের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের যেসব ভবন পুরাতন ও ঝুঁকিপূর্ণ, সেগুলো সংস্কারের উদ্যোগ নেওয়া হবে।

এ লক্ষ্যে বুয়েটের একজন বিশেষজ্ঞ সদস্যের সমন্বয়ে একটি প্রকৌশল দল আবাসিক হলগুলো পরিদর্শন করেছে। ইতিমধ্যে সূর্য সেন হল, হাজী মুহম্মদ মুহসীন হল এবং মুক্তিযোদ্ধা জিয়াউর রহমান হলের সংস্কারকাজ শুরুও হয়েছে বলে বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে।

এদিকে বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণার পর গতকাল রোববার বিকেল পাঁচটার মধ্যে সব শিক্ষার্থীকে হল ছাড়ার নির্দেশনা দেওয়া হয়। নির্দেশনা মেনে গতকাল অধিকাংশ শিক্ষার্থীই হল ছেড়েছেন। তবে ছুটির পর পরীক্ষা, চাকরির প্রস্তুতি, টিউশনিসহ নানা কারণ দেখিয়ে কিছু শিক্ষার্থী এখনো হলে থাকছেন। তবে সব শিক্ষার্থীকেই হল ছেড়ে কক্ষের চাবি হল প্রশাসনের কাছে বুঝিয়ে দিতে বলা হয়েছে। একই সঙ্গে হলের ডাইনিং ও ক্যান্টিন বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ।

> **দুই সপ্তাহের মধ্যে সব হল সংস্কার করা সম্ভব নয়। মূলত কর্মচারীদের ভবন থেকে শিক্ষার্থীদের সরাতেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।**
>
> সমাজকল্যাণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের এক শিক্ষার্থী

গতকাল বিশ্ববিদ্যালয়ের ১০টি আবাসিক হল ঘুরে দেখা যায়, বন্ধ ঘোষণার পর ছাত্রী হলের অনেক শিক্ষার্থীই ব্যাগসহ প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র নিয়ে বাড়ি চলে যাচ্ছেন। ছাত্র হলগুলো থেকেও বের হচ্ছেন অনেকে। বিকেলে শিক্ষার্থীদের বাড়ি যাওয়ার প্রবণতা বেশি দেখা গেছে। আবার নির্দেশনা অমান্য করে অনেক শিক্ষার্থী হলে থেকে গেছেন।

ভবন থেকে সরাতেই বন্ধের ঘোষণা

গত শুক্রবার ৫ দশমিক ৭ মাত্রার ভূমিকম্পের পর আতঙ্কে ওপর থেকে লাফিয়ে পড়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তত ১৫ জন শিক্ষার্থী আহত হন। গত শনিবারও অন্তত ৫ জন শিক্ষার্থী আহত হন। ভূমিকম্পে বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকটি আবাসিক হলসহ পুরাতন ভবনগুলোতে ফাটল দেখা দেয়। এতে আতঙ্কিত হয়ে শুক্রবার হল ছেড়ে বাইরে বের হয়ে আসেন হাজী মুহম্মদ মুহসীন হলের শিক্ষার্থীরা। নতুন হল নির্মাণের দাবি জানিয়ে তাঁরা পলাশী মোড়ে কর্মচারীদের একটি ভবন দখল করে রাত যাপন করেন। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের অনুরোধেও তাঁরা ভবন ছাড়েননি।

পরদিন শনিবার দুই দফায় আবার ভূমিকম্প হলে বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব হল ও বাংলাদেশ কুয়েত মৈত্রী হলের ছাত্রীরাও বাইরে বের হয়ে আসেন। তখন কয়েকজন ছাত্রী 'প্যানিক অ্যাটাক' করেন বলেও জানা যায়। এমন পরিস্থিতিতে জরুরি সভা ডেকে ১৫ দিনের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধের সিদ্ধান্ত নেয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। এই সময়ের মধ্যে হল সংস্কারের উদ্যোগ নেওয়ার কথা জানিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন।

শিক্ষার্থীদের অনেকে বলছেন, হাজী মুহম্মদ মুহসীন হল ঝুঁকিপূর্ণ। তাই সেখানকার শিক্ষার্থীরা কর্মচারীদের ভবন দখলে নিয়েছিলেন। সেখান থেকে তাঁদের সরানোর জন্যই প্রশাসন হল বন্ধের ঘোষণা দিয়েছে। হল সংস্কারের উদ্যোগ নেওয়ার বিষয়টি শুধুই বাহানা।

এ বিষয়ে নাম প্রকাশ না করার শর্তে সমাজকল্যাণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের এক শিক্ষার্থী *প্রথম আলোকে* বলেন, দুই সপ্তাহের মধ্যে সব হল সংস্কার করা সম্ভব নয়। মূলত কর্মচারীদের ভবন থেকে শিক্ষার্থীদের সরাতেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

নতুন হল নির্মাণ শুরু হবে মার্চে

সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকতর উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজ এগিয়ে চলছে। ২ হাজার ৮৪১ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে এই প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হবে। ৫ বছর মেয়াদি এই প্রকল্পের প্রথম অর্থবছরের জন্য বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে ৬০ কোটি টাকা বরাদ্দ পাওয়ার বিষয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সম্মতি পেয়েছে তারা। প্রথম ধাপে ছাত্রী ও ছাত্রদের হল নির্মাণের কাজ শুরু হবে। এই প্রকল্পের আওতায় ৩১টি ভবনের স্থাপত্য ও কাঠামোগত ডিজাইনের পরামর্শক নিয়োগপ্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। অধিকতর উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় নতুন হল নির্মাণের কাজ আগামী মার্চ মাসে শুরু হবে।

Public Relations Office
University of Dhaka
Dhaka-1000, Bangladesh
Phone: 55167719
E-mail: publicrelations@du.ac.bd

জনসংযোগ অফিস
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা- ১০০০, বাংলাদেশ
ফোন : ৫৫১৬৭৭১৯

০৯ অগ্রহায়ণ ১৪৩২

DU in Media

24 November 2025

নয়া দিগন্ত

ঢাবির হল ছাড়ার নির্দেশ, নানামুখী প্রশ্ন

ঝুঁকি কমাতে জরুরি উদ্যোগে প্রশাসন : যে মত দিচ্ছেন বিশেষজ্ঞরা

● হারুন ইসলাম

দুই দিনের ভূমিকম্পে সবচেয়ে বেশি কেঁপে উঠেছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক হলগুলো। পুরনো অবকাঠামোর নাজুক পরিস্থিতি শিক্ষার্থীদের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরেই উদ্বেগ তৈরি করেছিল। কিন্তু শুক্রবার সন্ধ্যার ভূমিকম্পে শহীদ সার্জেন্ট জহুরুল হক হল, ড. মুহম্মদ শহিদুল্লাহ হল, হাজী মুহম্মদ মুহসীন হল, সলিমুল্লাহ মুসলীম ■ ১৩ পৃ: ৫-এর কলামে

রোকেয়া হল ত্যাগ করছেন ছাত্রীরা ■ নয়া দিগন্ত

ঝুঁকি কমাতে জরুরি উদ্যোগে

১ম পৃষ্ঠার পর

হলসহ অংশ খসে পড়ার ঘটনার পর সেই উদ্বেগ এক ধাক্কায় আতঙ্কে রূপ নিয়েছে। এরপরই বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেটের জরুরি ভার্চুয়াল সভায় নেয়া হয় বড় সিদ্ধান্ত। কারিগরি বিবেচনায় গতকাল রোববার বিকেল ৫টার মধ্যে সব আবাসিক শিক্ষার্থীকে হল ত্যাগের নির্দেশ দেয়া হয়। সিদ্ধান্ত ঘোষণার পর থেকেই হলগুলোতে শুরু হয় ব্যস্ততা, উৎকণ্ঠা আর নানা প্রশ্নের গুঞ্জন।

শুক্রবার রাতে শিক্ষার্থীরা যেভাবে নিজ নিজ কক্ষে ফিরতে ভয় পাচ্ছিলেন, অনেকেই উঠানে কিংবা করিডোরে বসে রাত কাটান- এ দৃশ্যগুলোই দেখাচ্ছিল পরিস্থিতি কতটা সঙ্কটজনক। জহুরুল হক হলে ছাদ খসে পড়ার ঘটনাস্থলটি পর্যবেক্ষণ করলে স্পষ্ট বোঝা যায় যে এটি কোনো বিচ্ছিন্ন দুর্ঘটনা নয়; বরং ভবনটির কাঠামোগত মাত্রাহীন জীর্ণতা নতুন করে সামনে এসেছে। জহুরুল হক হলের লেদার ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের আবাসিক শিক্ষার্থী বিপু হাসান বলেন, 'আমরা বহু দিন ধরেই রুমে ফাটল দেখি, সিলিং ঝুলে থাকে। কিন্তু আজকের ঘটনার পর মনে হয়েছে কখন ছাদ খসে মাথার ওপর পড়বে।

আবার কেউ কেউ বলছেন, 'হঠাৎ হল ছাড়ার নির্দেশ আমাদের নিরাপত্তার জন্য হলেও, এক দিনের নোটিশে এত শিক্ষার্থী কোথায় যাবে?' এ প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছে সবার মনে। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন বলছে, পরিস্থিতি পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে রাখতেই দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সায়মা হক বিদিশা জানান, 'ভূমিকম্পের পরে যে ক্ষয়ক্ষতি আমরা দেখেছি, বেশ কয়েকটি হলের ঘটনা, তা আমাদের গভীরভাবে ভাবিয়েছে। আমরা বিশেষজ্ঞদের সাথে কথা বলেছি তারা আমাদের প্রথম দায়িত্ব শিক্ষার্থীদের জীবনরক্ষা। সে কারণেই অল্প সময়ের মধ্যে সিদ্ধান্ত দিতে হয়েছে। আমরা চাই শিক্ষার্থীরা স্বল্প সময়ের জন্য হলেও নিরাপদ ভবনে থাকুন।' তিনি আরো বলেন, ভবনগুলোর কাঠামোগত শক্তি পরীক্ষা করতে ইতোমধ্যে ইঞ্জিনিয়ারিং বিশেষজ্ঞদের নিয়ে কমিটি কাজ শুরু করেছে। শিক্ষাকার্যক্রম যাতে ব্যাহত না হয়, সে দিকটিও বিবেচনায় আছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরনো আবাসিক ভবনগুলোর ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থা নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে আলোচনার শেষ নেই। স্থাপত্য বিশেষজ্ঞরা বহুবার সতর্ক করে বলেছেন, শত বছরের পুরনো ভবন নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ ছাড়া বিপজ্জনক হয়ে ওঠা অনিবার্য।

যা বলছে বিশেষজ্ঞরা : বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরকৌশল বিভাগের অধ্যাপক রাকিব হাসান চারটি কারণে ঢাকার বিপদটা স্পষ্ট হচ্ছে বলে মনে করেন। তিনি বলেন, উৎপত্তিস্থল থেকে ঢাকার নৈকট্য একটা কারণ। ঢাকার কাছে এ ফল্টটা সম্পর্কে এত স্পষ্ট ধারণা ছিল না। সেটা এখন খুলতে শুরু করেছে। যার প্রভাবে সামনে আরো ভূমিকম্প হতে পারে।

মাটির গঠনকে দ্বিতীয় কারণ হিসেবে উল্লেখ করে রাকিব হাসান বলেন, ঢাকার নতুন অংশগুলো খুব নিচু জায়গায় মাটি ভরাট করে গড়ে উঠেছে। এমন অঞ্চলে ভূমিকম্পের তীব্রতা আরো বেড়ে যায়। তৃতীয়ত, ঢাকার ভবনগুলো ইমারত নির্মাণ বিধিমালা, ডিজাইন কোড মেনে হচ্ছে না। চার নম্বর হলো ঢাকা শহরের জনঘনত্ব। এ কারণে ক্ষয়ক্ষতি বেশি হবে। বুয়েট অধ্যাপক পুরকৌশল বিভাগের অধ্যাপক মেহেদি আহমেদ আনসারী বলেন, সাধারণত এক শ' থেকে দেড়শ' বছর পরপর একটি অঞ্চলে বড় মাত্রার ভূমিকম্প হওয়ার শঙ্কা থাকে। বাংলাদেশ ও এর আশপাশের কাছাকাছি এলাকায় গত দেড়শ' বছরে একটি বড় ও প্রায় পাঁচটি মাঝারি মাত্রার ভূমিকম্প হয়েছে। তিনি আশঙ্কার কথা জানিয়ে বলেন, ঢাকা, চট্টগ্রামসহ দেশের বড় শহরগুলোতে অপরিকল্পিতভাবে যে ভবনগুলো গড়ে তোলা হচ্ছে তাতে ক্ষয়ক্ষতির শঙ্কা বেড়েই চলেছে। দুর্যোগের প্রস্তুতি সম্পর্কে জানতে চাইলে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদফতরের মহাপরিচালক রেজওয়ানুর রহমান বলেন, ভূমিকম্প ও অন্যান্য দুর্যোগের জন্য সরঞ্জাম সংগ্রহ করা হচ্ছে। বড় দুর্যোগের ক্ষেত্রে সশস্ত্রবাহিনী ও ফায়ার সার্ভিসকে ব্যবহার করা হয়। বিভিন্ন সংস্থার জন্য আরো সরঞ্জাম সংগ্রহের কাজ চলমান জানিয়ে তিনি বলেন, দ্রুততার সাথে আমরা সে সংগ্রহ সম্পন্ন করার চেষ্টা করছি। ঘূর্ণিঝড় মোকাবেলা উপকূলে আমাদের ৮০ হাজার স্বেচ্ছাসেবক আছেন। নগরে আছে ৪৮ হাজার। তাদের যুক্ত করে মানুষকে ভূমিকম্প নিয়ে সচেতন করার কাজ শুরু করব।'

বুয়েটের স্থাপত্য বিভাগের অধ্যাপক ড. ফারহানা নওরীন বলেন, 'ঢাকা শহরে পুরনো ভবনগুলোর ওপর ভূমিকম্পের প্রভাব খুবই উদ্বেগজনক। বিশেষ করে যেসব ভবন একাধিকবার সংস্কারের নামে শুধু রং করা আর প্লাস্টার লাগানোয় সীমাবদ্ধ থাকে, সেগুলো ঝুঁকিপূর্ণ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বহু হলই শতবর্ষী। এমন ভবনগুলো নিয়মিত স্ট্রাকচারাল অডিট ছাড়া নিরাপদ থাকা কঠিন।'

বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের রাতারাতি হল ছাড়ার নির্দেশ শিক্ষার্থীরা অনেকেই ঝামেলায় পড়েছেন। পূর্ব নির্ধারিত কাজ টিউশনিসহ অন্যান্য কাজের কারণে ঢাকা ছাড়তে পারছেন না তারা। ফলে হল বন্ধ থাকায় ঢাকায় থাকা তাদের জন্য অসুবিধায় পড়তে হচ্ছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সমাজবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থী ফারদিনা জেরিন বলেন, 'আমাদের অনেকেরই পরিবার ঢাকার বাইরে। রাতারাতি হল ছাড়ার মতো আর্থিক বা সামাজিক পরিস্থিতি সবার নেই। অনেকেই পার্টটাইম চাকরি করে, কেউ কেউ গবেষণা প্রকল্পে যুক্ত। এসব কিছুই ভেঙে পড়বে।' তার মতে, বিশ্ববিদ্যালয়ের উচিত ছিল ধাপে ধাপে হল খালি করার পাশাপাশি অস্থায়ী আশ্রয়ের ব্যবস্থা করা।

বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের দাবি, শিক্ষার্থীদের যেন ন্যূনতম ভোগান্তিতে পড়তে না হয়, সে জন্য হল প্রশাসন, প্রভোস্ট কমিটি ও নিরাপত্তা বিভাগ সার্বক্ষণিকভাবে শিক্ষার্থীদের সহায়তা করছে। উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান বলেন, 'ভবনগুলো আমরা যেভাবে দায়িত্ব নিয়ে ব্যবহার করছি, তাতে কোনো ঝুঁকি যাতে শিক্ষার্থীদের ওপর না আসে, সে দিকে সর্বাত্মক সতর্কতা রয়েছে। হলগুলোর তাৎক্ষণিক ঝুঁকি কমাতে নির্দেশ দিয়েছি। পরবর্তী ধাপে বিস্তারিত মূল্যায়ন শেষে প্রয়োজনীয় সংস্কার শুরু হবে।' তিনি আশ্বাস দেন, শিক্ষাকার্যক্রম স্বাভাবিক রাখতে অনলাইন ও অফলাইন উভয় ধরনের বিকল্প ব্যবস্থা বিবেচনায় আছে।

এ দিকে ভূমিকম্পের ঘটনায় শিক্ষার্থীদের মধ্যে যে দুশ্চিন্তা তৈরি হয়েছে, মনোবিজ্ঞানীরা তা স্বাভাবিক বলেই মনে করছেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষক অধ্যাপক মালেকা পারভীন বলেন, 'হঠাৎ এ ধরনের দুর্যোগে আতঙ্ক হওয়া মানবিক প্রতিক্রিয়া। রুমের ছাদ ভেঙে পড়া, ভবন কেঁপে ওঠার অভিজ্ঞতা মানুষের মনে ট্রমা তৈরি করতে পারে। তাই শিক্ষার্থীদের পাশে থাকার দায়িত্ব শুধু প্রশাসনের নয়, শিক্ষক-শিক্ষিকা ও সহপাঠী সবার। তার মতে, বিশ্ববিদ্যালয়ের উচিত শিক্ষার্থীদের জন্য জরুরি কাউন্সেলিং সাপোর্ট চালু করা।

বিশেষজ্ঞের বলছেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ দেশের সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ভবনগুলোর জন্য দীর্ঘমেয়াদি নিরাপত্তা নীতি থাকা জরুরি। ভূমিকম্পপ্রবণ এলাকায় অবস্থিত বাংলাদেশে অতীতের অভিজ্ঞতা থেকেও শেখার অনেক সুযোগ রয়েছে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিশেষজ্ঞ ড. মমিনুল ইসলাম বলেন, 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মত বড় প্রতিষ্ঠানের ভবনগুলো ভূমিকম্প প্রতিরোধী না হলে জাতীয়পর্যায়ে বড় ধরনের ঝুঁকি তৈরি হয়। কারণ এখানে কয়েক হাজার শিক্ষার্থী প্রতিদিন অবস্থান করে।'

বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন হল ঘুরে দেখা যায়, শিক্ষার্থীরা অনেকে তাড়াহুড়ি করে ব্যাগ গুছিয়ে হল ছাড়ার প্রস্তুতি নিচ্ছেন। কেউ পরিবারের সাথে যোগাযোগ করছেন, কেউ বন্ধুর বাসায় ওঠার পরিকল্পনা করছেন। তিন বন্ধু মিলে নতুন মার্কেটে দাঁড়িয়ে যেসব পরিকল্পনা করছিলেন, তাতে উদ্বেগের চেয়ে অনিশ্চয়তা বেশি ছিল। ইংরেজি বিভাগের এক শিক্ষার্থী বলেন, 'আমাদের সেমিস্টারের মাঝামাঝি। গবেষণা, ল্যাব, ক্লাস-সব যেভাবে চলছিল, এখন সবকিছু উলটপালট হয়ে গেল।' আরেকজন মন্তব্য করেন, 'আমরা যদি হলেই নিরাপদ না থাকি, তাহলে পড়ালেখা কিভাবে করব?' বিশ্ববিদ্যালয়ের একাধিক প্রভোস্ট জানান, তারা আগে থেকেই ভবন সংস্কারের প্রস্তাব দিয়ে আসছিলেন, কিন্তু বরাদ্দ ও সময়সীমার সীমাবদ্ধতায় সেগুলো দ্রুত বাস্তবায়ন সম্ভব হয়নি। এমন পরিস্থিতিতে শিক্ষা বিশেষজ্ঞরা বলছেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্রুত ও সমন্বিত পদক্ষেপই পরিস্থিতির উত্তরণ ঘটাতে পারে। শিক্ষা ও গবেষণা বিভাগের অধ্যাপক আব্দুস সালাম বলেন, 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতিটি সিদ্ধান্ত শিক্ষার্থীদের কল্যাণ সামনে রেখে নিতে হবে। জরুরি মুহূর্তে হল খালি করা যুক্তিযুক্ত। তবে বারবার এমন পরিস্থিতি তৈরি হলে শিক্ষার্থীদের মানসিক চাপ বাড়বে। তাই স্থায়ী সমাধানে উদ্যোগ জরুরি।'

তবে বাস্তবতা হচ্ছে- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েক হাজার শিক্ষার্থীকে সাময়িক হলেও নিজের জায়গা ছেড়ে অস্থায়ী আশ্রয়ে যেতে হবে।

আজকের পত্রিকা

ভূমিকম্পের ভয়ে শিক্ষায় ব্যাঘাত

রাছল শর্মা, ঢাকা

রাজধানীর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান

» ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় ছুটি ঘোষণা।

» রাজধানীর কয়েকটি স্কুলে ক্লাস বন্ধ, পরীক্ষা স্থগিত।

» শিক্ষার্থীর মানসিক স্বাস্থ্যে প্রভাব পড়ছে, বলেছেন বিশেষজ্ঞরা।

পরপর চার দফা ভূমিকম্প ও মৃদু কম্পনের প্রভাবে দেশের শিক্ষা কার্যক্রমে বড় ধরনের 'অস্থিরতা' দেখা দিয়েছে। এরই মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ছুটি ঘোষণা করেছে। ক্লাস-পরীক্ষা স্থগিত করা হয়েছে রাজধানীর একাধিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে। শ্রেণি কার্যক্রম চালু থাকা প্রতিষ্ঠানগুলোতেও শিক্ষার্থী উপস্থিতি কমে যাওয়ার মতো পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, ভূমিকম্প শুধু স্থাপনার ক্ষতি বা পাঠদান ব্যাহতই করে না, এটি শিক্ষার্থীর মানসিক স্বাস্থ্য, উপস্থিতি, শেখার পরিবেশ এবং সামগ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থার গতিকেও দীর্ঘ মেয়াদে প্রভাবিত করে।

ফরিদপুর মেডিকেল কলেজের সাইকিয়াট্রি বিভাগের অধ্যাপক ডা. হেলাল উদ্দিন আহমেদ আজকের পত্রিকাকে বলেন, 'ভূমিকম্পের মতো অপ্রত্যাশিত দুর্যোগ শিশুদের ওপর গভীর মানসিক চাপ ফেলে। শিশুরা এমন ঘটনার জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত থাকে না। অনেক সময় তারা ঘটনার পরও সারাক্ষণ ভয় পায়, ঘুমাতে পারে না; বারবার মনে হয় মাটি দুলছে বা ভবন কাঁপছে।'

দেশে গত শুক্র ও শনিবার মোট চার দফা ভূমিকম্প হয়েছে। এর মধ্যে শনিবার সকাল ১০টা ৩৬ মিনিটে মৃদু মাত্রার একটি ভূমিকম্প অনুভূত হয়, যেটির উৎপত্তিস্থল ছিল নরসিংদীতে। রিখটার স্কেলে এর মাত্রা ছিল ৩ দশমিক ৩। ওই দিন সন্ধ্যা ৬টা ৬ মিনিটে সেকেন্ডের ব্যবধানে রাজধানীর বাড্ডা ও নরসিংদীর উৎপত্তিস্থল থেকে আরও দুটি ভূমিকম্প অনুভূত হয়। রিখটার স্কেলে প্রথমটির মাত্রা ছিল ৩ দশমিক ৭ এবং দ্বিতীয়টির ৪ দশমিক ৩। এর আগে শুক্রবার সকাল ১০টা ৩৮ মিনিটে ৫.৭ মাত্রার ওই ভূমিকম্পে কেঁপে উঠে দেশ। ওই ভূমিকম্পের উৎপত্তিস্থল ছিল ঢাকার অদূরে নরসিংদীর মাধবদীতে।

পরপর চারবারের ভূমিকম্পে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ায় গত শনিবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ১৫ দিনের ছুটি ঘোষণা করে আবাসিক হল দ্রুত খালি করতে নির্দেশ দেয়। গতকাল রোববার সকাল থেকেই শিক্ষার্থীদের হল ছাড়তে দেখা যায়। এদিকে গতকাল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হাজী মুহম্মদ মুহসীনসহ বিভিন্ন আবাসিক হলের পুরোনো ও ঝুঁকিপূর্ণ ভবন

এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ২

ভূমিকম্পের ভয়ে শিক্ষায় ব্যাঘাত

প্রথম পৃষ্ঠার পর

পরিদর্শন কার্যক্রম শুরু হয়েছে তিন সদস্যের প্রকৌশল দল।

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ও চার দিনের ছুটি ঘোষণা করে। ঢাকা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট কর্তৃপক্ষ চারটি হল খালি করার পাশাপাশি ক্লাস-পরীক্ষা স্থগিতের ঘোষণা দিয়েছে। এ ছাড়া পুরান ঢাকার স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ এবং ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের একাডেমিক কার্যক্রম বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। এর মধ্যে স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ ৩০ নভেম্বর পর্যন্ত এবং ঢাকা মেডিকেল কলেজ ২৯ নভেম্বর পর্যন্ত বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

রাজধানীর ভিকারুননিসা নুন স্কুল অ্যান্ড কলেজ, মতিঝিল আইডিয়াল কলেজসহ একাধিক প্রতিষ্ঠানে গতকাল রোববারের বার্ষিক পরীক্ষা স্থগিত করা হয়েছে। এ ছাড়া রাজধানীর আরও কয়েকটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বার্ষিক পরীক্ষা স্থগিতের ঘোষণা দিয়েছে।

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা (মাউশি) অধিদপ্তর থেকে থেকে জানা যায়, রাজধানী ঢাকা, চট্টগ্রাম, সিলেটসহ ভূমিকম্পপ্রবণ অঞ্চলের শতাধিক স্কুল-কলেজের ভবন ঝুঁকিপূর্ণ। সাম্প্রতিক ভূমিকম্পের পর বহু ভবনে নতুন ফাটল দেখা গেছে, কিছু জায়গায় দেয়াল ও সিঁড়ির অংশ ভেঙেও পড়েছে।

জানতে চাইলে মাউশি মহাপরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব) অধ্যাপক বি এম আব্দুল হান্নান বলেন, 'ঝুঁকিপূর্ণ ভবনগুলো পরিদর্শন করে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এ বিষয়ে আমাদের মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে কথা হয়েছে।'

এদিকে রাজধানীর একাধিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে খোঁজ নিয়ে জানা যায়, ভূমিকম্পের আতঙ্কের কারণে বেশির ভাগ শ্রেণিতে শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি ছিল তুলনামূলক কম। আবার কয়েকটি প্রতিষ্ঠান বার্ষিক পরীক্ষা বাতিল করেছে। জানা যায়, রাজধানীর এজি চার্চ ও বিয়াম মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজ কর্তৃপক্ষ একাধিক শ্রেণির পরীক্ষা বাতিল করেছে। এর মধ্যে এজি চার্চ স্কুল নার্সারি শিশু, আপার শিশু এবং ক্লাস ওয়ানের পরীক্ষা বাতিল করেছে। আর একইভাবে বিয়াম মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজে প্লে থেকে তৃতীয় শ্রেণি পর্যন্ত পরীক্ষা বাতিল করা হয়েছে।

রাজধানীতে যেসব স্কুল-কলেজ খোলা আছে, সেখানেও গতকাল রোববার শিক্ষার্থী উপস্থিতি ছিল কম। জানতে চাইলে প্রভাতী উচ্চ বিদ্যানিকেতনের প্রধান শিক্ষক নাহিদ ইসলাম বলেন, আতঙ্কের কারণে হয়তো অভিভাবকেরা শিশুদের স্কুলে পাঠাননি।

একই সুরে কথা বলেছেন ইস্পাহানি বালিকা মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত) শরমিন শম্পা। তিনি বলেন, সবার মধ্যেই একধরনের আতঙ্ক কাজ করছে।

এদিকে ভূমিকম্পের মতো 'অনিশ্চিত পরিস্থিতি'তে দেশের প্রাথমিক বিদ্যালয় বন্ধ করে দেওয়া যাবে না বলে মন্তব্য করেছেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা অধ্যাপক ডা. বিধান রঞ্জন রায় পোদ্দার। গতকাল দুপুরে টাঙ্গাইলে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, ভূমিকম্প যেকোনো সময় হতে পারে। তাই আতঙ্ক নয়, বরং সতর্কতা ও প্রস্তুতিই এখন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। বিদ্যালয়গুলোকে প্রয়োজনীয় সতর্কতামূলক নির্দেশনা ইতিমধ্যে পাঠানো হয়েছে।

ভূমিকম্পের আতঙ্কের কারণে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ করা কোনো সমাধান নয় বলে মনে করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক তাহমিনা আক্তার। তিনি বলেন, 'আমি মনে করি, কর্তৃপক্ষের উচিত শিক্ষার্থীদের মানসিক স্বাস্থ্যের ওপর জোর দেওয়া। কারণ, এতে ভীতি দূর হবে। একই সঙ্গে ঝুঁকিপূর্ণ ভবনগুলো দ্রুত সংস্কার করা উচিত।'

সার্বিক বিষয়ে মন্তব্য জানতে চাইলে গতকাল শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও অর্থ) মো. মজিবর রহমান বলেন, শিগগির শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ঝুঁকিপূর্ণ ভবনের বিষয়ে পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

আলোকিত বাংলাদেশ

অনেকে হল ছেড়েছেন আছেন কেউ কেউ

ভূমিকম্পে ঢাবিতে ১৫ দিনের ছুটি

- জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ
- ছাত্রীদের হল ছাড়তে হবে আজ সকালে

নিজস্ব প্রতিবেদক

অনেকে হল ছেড়েছেন

শেষ পৃষ্ঠার পর

মানবকণ্ঠ

ঢাবির হল পরিদর্শন শুরু বুয়েট বিশেষজ্ঞ দলের

ঢাবি প্রতিনিধি

ভূমিকম্প পরবর্তী পরিস্থিতি নিরীক্ষণ ও মূল্যায়নের জন্য বুয়েটের একজন বিশেষজ্ঞ সদস্যের সমন্বয়ে প্রকৌশলদলের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হাজী মুহম্মদ মুহসীন হলসহ বিভিন্ন হলের পুরাতন ও ঝুঁকিপূর্ণ ভবন পরিদর্শন কার্যক্রম শুরু হয়েছে।

বুয়েটের অধ্যাপক ড. ইশতিয়াক আহমেদের নেতৃত্বে প্রকৌশলদল গতকাল রবিবার সকালে হাজী মুহম্মদ মুহসীন হল এবং দুপুরে বাংলাদেশ কুয়েত মৈত্রী হল পরিদর্শন করে। পর্যায়ক্রমে অন্যান্য হলও পরিদর্শন করা হবে। এছাড়া, সূর্যসেন হল, হাজী মুহম্মদ মুহসীন হল এবং মুক্তিযোদ্ধা জিয়াউর রহমান হলে সংস্কার কাজ চলমান রয়েছে। ভূমিকম্পের পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে উদ্ভূত পরিস্থিতি নিয়ে গত শনিবার উপাচার্য কার্যালয় সংলগ্ন সভাকক্ষে এক জরুরি সভা অনুষ্ঠিত হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান সভায় সভাপতিত্ব করেন। এই সভায় হাজী মুহম্মদ মুহসীন হলসহ বিভিন্ন হলের পুরাতন ও ঝুঁকিপূর্ণ ভবন পরিদর্শনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। পরিদর্শনকালে সংশ্লিষ্ট হল প্রাধ্যক্ষ, আবাসিক শিক্ষক, ডাকসু ও হল সংসদের প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন। হল পরিদর্শনের কারিগরি মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রস্তুত করার পর তা সকলের জন্য উন্মুক্ত করা হবে। কারিগরি মূল্যায়নে ভবনের ঝুঁকিপূর্ণ বিষয় চিহ্নিত হলে শিক্ষার্থীদের অন্যত্র সরিয়ে নেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে। উল্লেখ্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধিকতর উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় হল নির্মাণের কাজ আগামী মার্চ মাসে শুরু হবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

প্রসঙ্গত, গতকালের সভায় বুয়েটের ব্যুরো অব রিচার্জ, টেস্টিং এন্ড কনসাল্টেশন (বিআরটিসি) প্রণীত ২০০৮ ও ২০১৫ সালের হাজী মুহম্মদ মুহসীন হলের অবকাঠামোগত 'প্রকৌশল কারিগরি মূল্যায়ন প্রতিবেদন' পর্যালোচনা করা হয়। এসব প্রতিবেদনে হাজী মুহম্মদ মুহসীন হলকে বসবাসের উপযোগী বলে নিশ্চিত করা হয়েছিল। বুয়েট বিশেষজ্ঞের পূর্ববর্তী প্রতিবেদনে হলটিকে পরিত্যক্ত ঘোষণার যে খবর ছড়ানো হচ্ছে তা সম্পূর্ণ মিথ্যা ও গুজব বলে সভায় অভিমত প্রকাশ করা হয়। সভায় জানানো হয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনিয়র ম্যানেজমেন্ট টিমের সদস্যগণ ভূমিকম্পের ঘটনায় আহত শিক্ষার্থীদের দেখতে তাৎক্ষণিকভাবে হাসপাতালে যান এবং আহতদের চিকিৎসার সুব্যবস্থা করেন। এছাড়া তারা বিভিন্ন হল পরিদর্শন করেন এবং হলের সার্বিক পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করেন।

সভায় আরও জানানো হয় ১৪৯ কোটি টাকা ব্যয়ে প্রস্তাবিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভবন সমূহের মেরামত ও সংস্কার প্রকল্পের কাজ আগামী ডিসেম্বর মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে শুরু হবে। এরসঙ্গে

গতকাল ঢাবির ঝুঁকিপূর্ণ হল পরিদর্শনে যান বুয়েটের বিশেষজ্ঞরা —মানবকণ্ঠ

হাজী মুহম্মদ মুহসীন হলে চলমান ১৭৫টি রুমের সংস্কার কাজও অব্যাহত থাকবে এবং দ্রুততম সময়ের মধ্যে সংস্কার কাজ সম্পন্ন করা হবে।

উল্লেখ্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকতর উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজ এগিয়ে চলেছে। ২ হাজার ৮৪১ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয় সম্বলিত এই প্রকল্প বাস্তবায়নের গুরুত্বপূর্ণ ধাপ ইতোমধ্যেই সম্পন্ন হয়েছে। ৫ বছর মেয়াদি এই প্রকল্পের প্রথম অর্থ বছরের জন্য বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে (অউচ) ৬০ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদানের বিষয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সম্মতি পাওয়া গেছে। প্রথম ধাপে ছাত্রী ও ছাত্রদের হল নির্মাণের কাজ শুরু করা হবে। এই প্রকল্পের আওতায় ৩১টি ভবনের স্থাপত্য ও কাঠামোগত ডিজাইনের পরামর্শক নিয়োগের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগের জন্য আগামী ২৪ নভেম্বর থেকে পর্যায়ক্রমে ই-জিপি পোর্টাল এবং জাতীয় দৈনিকে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হবে। গত ১২ অক্টোবর প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ দেয়া হয়েছে। ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরের জন্য বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা ইতোমধ্যেই ই-জিপি পোর্টালে প্রকাশ করা হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এবং প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ইউনিট সরকারি ক্রয় আইন, আর্থিক বিধিমালা এবং পরিকল্পনা নির্দেশিকা অনুসরণ করে প্রকল্পের কাজ দ্রুত দৃশ্যমান করতে নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

প্রসঙ্গত, ৫ বছর মেয়াদি প্রকল্পের কাজ ২০৩০ এর মধ্যে শেষ হবে। এই প্রকল্পের অধীনে ৬টি একাডেমিক ভবন নির্মাণ, ২৬০০ জন ছাত্রীর জন্য ৪টি আবাসিক হল নির্মাণ, ৫১০০ জন ছাত্রের জন্য ৫টি আবাসিক হল নির্মাণ, ৫টি ছাত্র হলের জন্য এবং ৪টি ছাত্রী হলের জন্য হাউজ টিউটর আবাসন সুবিধা তৈরি, শিক্ষক ও অফিসারদের জন্য ২টি আবাসিক ভবন নির্মাণ, ৫টি অন্যান্য ভবন (প্রশাসনিক ভবনসহ) নির্মাণ, ৪টি জলাধার সংস্কার এবং সৌন্দর্যবর্ধন, বিদ্যমান সার্ভিস লাইন মেরামত/সংস্কার, ১টি খেলার মাঠ উন্নয়ন, ২টি পাবলিক টয়লেট নির্মাণ এবং ড্রেনেজ সিস্টেম ও ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট করা হবে।

দৈনিক শিক্ষাডটকম

ঢাবিতে ঝুঁকিপূর্ণ হল পরিদর্শন শুরু বিশেষজ্ঞদলের

দৈনিক শিক্ষাডটকম প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ২৩ নভেম্বর, ২০২৫ ০৫:৫৬ অপরাহ্ন

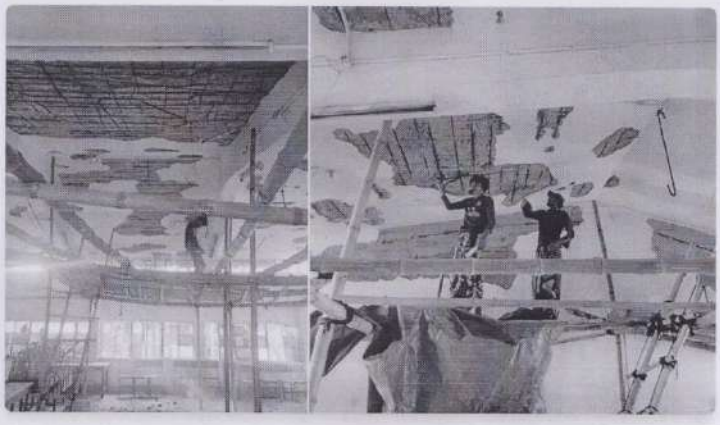

ভূমিকম্প পরবর্তী পরিস্থিতি নিরীক্ষণ ও মূল্যায়নের জন্য বুয়েটের একজন বিশেষজ্ঞ সদস্যের সমন্বয়ে প্রকৌশলদলের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হাজী মুহম্মদ মুহসীন হলসহ বিভিন্ন হলের পুরাতন ও ঝুঁকিপূর্ণ ভবন পরিদর্শন শুরু হয়েছে। রোববার (২৩ নভেম্বর) সকালে বিশেষজ্ঞ প্রকৌশলদল হাজী মুহম্মদ মুহসীন হল এবং দুপুরে বাংলাদেশ কৃষিবিদ মৈত্রী হল পরিদর্শন করেন।

পর্যায়ক্রমে অন্যান্য হলও পরিদর্শন করা হবে। এছাড়া, সূর্যসেন হল, হাজী মুহম্মদ মুহসীন হল এবং মুক্তিযোদ্ধা জিয়াউর রহমান হলে সংস্কার কাজ চলমান রয়েছে।

https://www.dainikshiksha.com/bn/news/expert-team-begins-inspection-of-risky-halls-at-du-351173 1/3

10:32 AM ঢাবিতে ঝুঁকিপূর্ণ হল পরিদর্শন শুরু বিশেষজ্ঞদলের | বিশ্ববিদ্যালয় নিউজ

ভূমিকম্পের পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে উদ্ভূত পরিস্থিতি নিয়ে গতকাল শনিবার উপাচার্য কার্যালয় সংলগ্ন সভাকক্ষে এক জরুরি সভা অনুষ্ঠিত হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান সভায় সভাপতিত্ব করেন। এই সভায় হাজী মুহম্মদ মুহসীন হলসহ বিভিন্ন হলের পুরাতন ও ঝুঁকিপূর্ণ ভবন পরিদর্শনের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

পরিদর্শনকালে সংশ্লিষ্ট হল প্রাধ্যক্ষ, আবাসিক শিক্ষক, ডাকসু ও হল সংসদের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। হল পরিদর্শনের কারিগরি মূল্যায়ন প্রতিবেদন তৈরি করার পর তা সকলের জন্য উন্মুক্ত করা হবে। কারিগরি মূল্যায়নে ভবনের ঝুঁকিপূর্ণ বিষয় চিহ্নিত হলে শিক্ষার্থীদের অন্যত্র সরিয়ে নেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে। উল্লেখ্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধিকতর উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় হল নির্মাণের কাজ আগামী মার্চ মাসে শুরু হবে বলে জানানো হয়েছে।

প্রসঙ্গত, গতকালের সভায় বুয়েটের গবেষণা, পরীক্ষা ও পরামর্শ ব্যুরো (বিআরটিসি) প্রণীত ২০০৮ ও ২০১৫ খ্রিষ্টাব্দের হাজী মুহম্মদ মুহসীন হলের অবকাঠামোগত 'প্রকৌশল কারিগরি মূল্যায়ন প্রতিবেদন' পর্যালোচনা করা হয়। এসব প্রতিবেদনে হাজী মুহম্মদ মুহসীন হলকে বসবাসের উপযোগী বলে নিশ্চিত করা হয়েছিল। বুয়েট বিশেষজ্ঞের পূর্ববর্তী প্রতিবেদনে হলটিকে পরিত্যক্ত ঘোষণার যে খবর ছড়ানো হচ্ছে তা সম্পূর্ণ মিথ্যা ও গুজব বলে সভায় জানানো হয়।

সভায় আরো জানানো হয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনিয়র ম্যানেজমেন্ট টিমের সদস্যরা ভূমিকম্পের ঘটনায় আহত শিক্ষার্থীদের দেখতে তাৎক্ষণিকভাবে হাসপাতালে যান এবং আহতদের চিকিৎসার সুব্যবস্থা করেন। এছাড়া তাঁরা বিভিন্ন হল পরিদর্শন করেন এবং হলের সার্বিক পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করেন।

https://www.dainikshiksha.com/bn/news/expert-team-begins-inspection-of-risky-halls-at-du-351173 2/3

10:32 AM ঢাবিতে ঝুঁকিপূর্ণ হল পরিদর্শন শুরু বিশেষজ্ঞদলের | বিশ্ববিদ্যালয় নিউজ

সভায় আরো জানানো হয় ১৪৯ কোটি টাকা ব্যয়ে প্রস্তাবিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভবন গুলোর মেরামত ও সংস্কার প্রকল্পের কাজ আগামী ডিসেম্বর মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে শুরু হবে। এর সঙ্গে হাজী মুহম্মদ মুহসীন হলে চলমান ১৭৫টি রুমের সংস্কার কাজও চলমান থাকবে এবং দ্রুততম সময়ের মধ্যে সংস্কার কাজ শেষ করা হবে।

প্রসঙ্গত, পরপর দুই দিনে ৪ দফা ভূমিকম্প পরবর্তী উদ্ভূত জরুরি পরিস্থিতিতে আগামী ৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ও হল ত্যাগের ঘোষণা দিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন। ভূমিকম্পের আতঙ্কে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনের এমন সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছেন শিক্ষার্থীরা। তবে মিশ্র প্রতিক্রিয়াও রয়েছে। অনেক শিক্ষার্থী বলছেন, এমন পরিস্থিতিতে বাধ্যতামূলক হল ত্যাগের নির্দেশ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীদের আবাসন সংকটের স্থায়ী সমাধান নয়।

এমন বাস্তবতায় বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ও হল ত্যাগের ঘোষণার পর বন্ধ ঘোষণা স্থগিত করে নিরাপদ আবাসনের দৃশ্যমান সমাধানসহ ৩ দফা দাবিতে ভিসির বাসভবনের সামনে রাতভর অবস্থান করেন ক্যাম্পাসের কয়েকজন আবাসিক শিক্ষার্থী।

ঢাবি এবং ওডু মিডল ইস্ট ডিডব্লিউসি-এলএলসি'র মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত

আপডেট Sunday, November 23, 2025 - 6:32 pm

জাগো জনতা অনলাইন।। শিক্ষার্থীদের বিনামূল্যে সফটওয়্যার বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং দুবাই ভিত্তিক আন্তর্জাতিক কোম্পানি ওডু মিডল ইস্ট ডিডব্লিউসি-এলএলসি (Odoo Middle East DWC-LLC) এর মধ্যে আজ রবিবার একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. এম. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী এবং ওডু মিডল ইস্ট ডিডব্লিউসি-এলএলসি'র হেড অব এডুকেশন মি. কেভিন ফারাহ নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের পক্ষে সমঝোতা স্মারকে স্বাক্ষর করেন।

উপাচার্যের সভাকক্ষে আয়োজিত এই সমঝোতা স্মারক অনুষ্ঠানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বিজনেস স্টাডিজ অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মাহমুদ ওসমান ইমাম, ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেমস বিভাগের অধ্যাপক ড. মো. রাকিবুল হক এবং ওডুর বাংলাদেশ সিলভার পার্টনার প্রতিষ্ঠানের বিজনেস কমিউনিকেশন ম্যানেজার মো. আলিমুজ্জামান নয়ন উপস্থিত ছিলেন।

সমঝোতা স্মারক অনুযায়ী, ওডু মিডল ইস্ট ডিডব্লিউসি-এলএলসি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বিজনেস স্টাডিজ অনুষদের শিক্ষার্থীদের সফটওয়্যার বিষয়ে বিনামূল্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করবে।

এছাড়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের জন্য কর্মশালা ও সেমিনার আয়োজন করবে।

এর আগে সকালে ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেমস বিভাগের শিক্ষার্থীদের জন্য ওডু বিষয়ে অনলাইনে বিশেষ প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়।

Daily Jago Janata
289 followers
Follow Page

সর্বশেষ সংবাদ

ফুলকোর্ট সভা ডেকেছেন প্রধান বিচারপতি

সাশ্রয়ী নতুন দামে পাওয়া যাচ্ছে আলটিমেট ডিউরেবিলিটি চ্যাম্পিয়ন

ঈদগাঁও ঢাকাইয়া বাজারে পাওয়া যাবে যা যা জিনিস

টেকনাফে ১ লাখ পিস ইয়াবাসহ যুবক গ্রেফতার

ঢাবিতে শিক্ষা বৃত্তির জন্য এক কোটি টাকার ফান্ড গঠন

দৈনিক বাংলা

জসীম উদ্‌দীন হলে তিন দিনব্যাপী বিতর্ক উৎসব সম্পন্ন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কবি জসীম উদ্‌দীন হল ডিবেটিং ক্লাব বিতর্ক প্রতিযোগিতায় প্রাথমিক পর্যায়ে ৩২টি দলের অংশগ্রহণে নক আউট পর্বের বিতর্ক এবং নক আউট পরবর্তী ৩ রাউন্ড ট্যাব পর্যায়ের বিতর্ক অনুষ্ঠিত হয়েছে। তিন দিনব্যাপী প্রতিযোগীতায় ২০ নভেম্বর উদ্বোধনী অনুষ্ঠান, ২১ নভেম্বর মূল বিতর্ক প্রতিযোগিতা এবং ২২ নভেম্বর চূড়ান্ত পর্যায়ের বিতর্ক অনুষ্ঠিত হয়।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বিতর্ক প্রতিযোগিতার উদ্বোধন ঘোষণা করেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর সাইফুদ্দিন আহমেদ। উক্ত অনুষ্ঠানে পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন কবি জসীম উদ্‌দীন হল এর প্রভোস্ট অধ্যাপক ড. এম শাহীন খান। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়নের (ডিইউজে) সভাপতি শহিদুল ইসলাম এবং পুলিশের ঢাকা রেঞ্জের অ্যাডিশনাল ডিআইজি (অ্যাডমিন এন্ড ফিন্যান্স) মাহাম্মদ আবদুল মাবুদ।

সভাপতিত্ব করেন কবি জসীম উদ্দীন হল ডিবেটিং ক্লাব-এর সভাপতি মোঃ আবু সুফিয়ান এবং সঞ্চালনা করেন কবি জসীম উদ্দীন হল ডিবেটিং ক্লাব-এর সাধারণ সম্পাদক রাগীব আনজুম। এই আয়োজনে মূল বিতর্ক প্রতিযোগিতার পাশাপাশি সান্ধ্যকালীন "বারোয়ারী বিতর্কের" আয়োজন করা হয়েছিল। উক্ত বারোয়ারী বিতর্কে দেশের খ্যাতিমান বিতার্কিকগণ অংশগ্রহণ করেন। ফাইনাল বিতর্কে বিজয়ী দল হন মুহসীন হল ডিবেটিং ক্লাব এবং বিজিত হন বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় বিতর্ক সংঘ।

কবি জসীম উদ্দীন হল ডিবেটিং ক্লাবের সভাপতি অনুষ্ঠিতব্য ষোড়শ পল্লীকবি নিয়ে বলেন, "সত্য-সুন্দর পথ ও মননের যৌক্তিক বহিঃপ্রকাশে বিতর্ক বরাবরের মতোই বিতার্কিক ও বিতর্ক প্রেমীদের আত্মবিশ্বাসকে শক্তিশালী করে। এবারের আয়োজন নিঃসন্দেহে বিতর্ক অঙ্গনের সীমা পেরিয়ে সাধারণ শিক্ষার্থীদের কাছেও অনন্য আবেদন তৈরী করবে।" ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতায় এবারও পল্লীকবি আন্তঃক্লাব বিতর্ক প্রতিযোগিতায় পল্লী-সাজে সজ্জিত করা হয়েছিল কবি জসীম উদ্‌দীন হল প্রাঙ্গণ, পাশাপাশি বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চায় নবীনদের সম্পৃক্ত করতে হল মাঠ প্রাঙ্গণে আয়োজন করা হয়েছিল বারোয়ারী বিতর্ক। প্রেস বিজ্ঞপ্তি।